তারিখ 11 DEC 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

দৈনিক খবর

141

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজয়োৎসব

এরশাদের পতন ও ছাত্র-জনতার বিজয় উপলক্ষে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহবানে গত শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক ঐতিহাসিক বিজয়োৎসব উদযাপিত হয়েছে। অগণিত ছাত্র-শিক্ষক ছাড়াও লক্ষাধিক সাধারণ মানুষ এ বিজয়োৎসবে শরিক হন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছাত্র-শিক্ষক-জনতার অভূতপূর্ব উল্লাসের ব্যঞ্জনায় গোটা ক্যাম্পাস মুখরিত হতে থাকে। সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার ছাত্র-শিক্ষক এবং সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন পেশার লোকেরা মিছিল করে গগণবিদারী শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আসতে থাকে। মিছিলগুলো কলাভবনের সামনে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমবেত হয়ে টিএসসি'তে যায়। সকাল ১০টায় গোটা ক্যাম্পাস উৎসবমুখর এক জনসমুদ্রে পরিণত হয়। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিজয়ে চারদিকে শুধু আনন্দ, গান, হাসি আর শ্লোগান।

গত শনিবার ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের এই অভূতপূর্ব বিজয়োৎসব দেখে যে কেউ উপলব্ধি করতে পারবেন যে, মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙ্গালী ছাত্র-জনতাকে দাবিয়ে রাখা কোনো স্বৈরশাহীর পক্ষে আর কখনও সম্ভব হবে না। বাঙ্গালী ছাত্র-জনতা যখন গণতন্ত্রের জন্য বুলেটের মুখে বুক পেতে দিতে শিখেছে, তখন গণ-অধিকার হরণকারী স্বৈরশক্তি আর কখনও দেশবাসীর ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসার সুযোগ পাবে না। ছাত্র-জনতার প্রত্যয়দীপ্ত অভিযানের সামনে অধিকার হরণকারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বালুর বাঁধের মতই ভেসে যাবে।

ছাত্র-জনতার এই প্রচন্ড উৎসাহ-উদ্দীপনাকে এখন ইতিবাচক কর্মসূচী গ্রহণ করে গণতন্ত্রের দৃঢ় বুনিয়াদ গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত করতে হবে। ছাত্র-জনতার মধ্যে যে উৎসাহ ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকে গঠনমূলক উপায়ে কাজে লাগিয়ে জাতীয় সংসদের আসন্ন নির্বাচনকে সফল করে তুলতে হবে। তাই পরাজিত শত্রুর গুপ্তচররা যাতে গণতান্ত্রিক শক্তির মাঝে বিভেদ উস্কে দিতে সক্ষম না হয়, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর আমরা গুরুত্ব আরোপ করছি।

মনে রাখা দরকার যে, জনগণের ভোটে একটি সার্বভৌম জাতীয় সংসদ সুষ্ঠুভাবে নির্বাচিত হওয়ার পরেই শুধু চলমান আন্দোলন পরিপূর্ণ সাফল্য হাসিল করবে। নির্বাচন যাতে অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে এবং ভোটাররা স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগে সক্ষম হন, তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সমাজের সর্বস্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকে এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া দরকার। স্বৈরশাহীর পতন ত্বরান্বিত করার জন্য ছাত্র সমাজ যেরূপ নিষ্ঠা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সংগ্রাম করেছেন, গণতন্ত্র বিনির্মাণের সংগ্রামেও অনুরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যেতে হবে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সবাই নিজ নিজ অবদান রাখতে সচেষ্ট হবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।